3

দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 AUG 1995 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বরিশাল ক্যাডেট কলেজ বনাম ঝিনাইদহ ক্যাডেট

যশোর ব্যুরো ঃ মেধা তালিকায় স্থান দখল নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীন দুই ক্যাডেট কলেজ বরাবর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়। একবার ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ মেধা তালিকার বেশীসংখ্যক আসন দখল করলে অন্যবার সেই ভাগ্য অর্জন করে বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। ১৯৯৫ সালের এস-এসসি পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এবার বরিশাল ক্যাডেট কলেজ ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজকে টেক্কা দিয়েছে।

দুই ক্যাডেট কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশীরভাগই বরাবর বিজ্ঞান গ্রুপের। বিজ্ঞান গ্রুপে এবার এক থেকে বিশতম স্থান অধিকার করেছেন ৩৭ জন। এর ১৩ জনই বরিশাল ক্যাডেট কলেজের। শুধু তাই নয়— বিজ্ঞান গ্রুপে প্রথম থেকে ষষ্ঠ পর্যন্ত স্থানও গেছে তাদের দখলে। আর ওই ৩৭ জনের মাত্র ৮ জন এবার ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। তাও মেধা তালিকার দশম স্থান থেকে নিচে বিশতম স্থানের মধ্যে রয়েছে এই ৮ জনের নাম। ১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অবশ্য ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ সম্মিলিত মেধা তালিকায় বরিশালের তুলনায় কিছুটা ভাল ফল করেছিল। ২০টি স্থান দখলকারী ৫৪ জনের ৮ জন ছিলেন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের। মাত্র ১ জন কম—অর্থাৎ ৭টি স্থান দখল করেছিল বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। তবে গর্তবার উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল প্রথম থেকে চতুর্থ পর্যন্ত সম্মিলিত মেধা তালিকার স্থান দখল করেছিল দুই ক্যাডেট কলেজ বহির্ভূত বাইরের পরীক্ষার্থী। পঞ্চম স্থান ছিল বরিশাল ক্যাডেট কলেজের। বিগত কয়েক বছর যশোর শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা—এই দুই ক্ষেত্রের ফলাফলেই দেখা যাচ্ছে দুই ক্যাডেট কলেজের ভাল ফল করার ক্ষেত্রে যে আধিপত্য ও প্রভাব, তা হ্রাস পাচ্ছে। এমনকি নামী-দামী স্কুলের তুলনায় ভাল ফল করছে পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত স্কুলগুলি। এবারও এসএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলি খারাপ ফল করেনি।

১৯৯৪ সালের তুলনায় এবার যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৬ দশমিক ৯৭ শতাংশ কম। এবার ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশের তুলনায় গত বছর পাস করেছিল-৭৭ দশমিক ৭১ শতাংশ। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার ভিত্তিতে এবার পরীক্ষা প্রদানের শেষ সুযোগ থাকায় শিক্ষা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় বহু ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফরম পূরণ করে। এদের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৫ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার আবেদন বাতিল করা হয়। পরে বাতিল হয় আরও তিন হাজার পরীক্ষার্থীর আবেদন। ভুয়া পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নেন। শিক্ষা বোর্ড কমিটি তদন্ত-কমিটি গঠন করলেও তার কোন অগ্রগতি নেই। এ ধরনের বড় মাপের পরীক্ষা সংক্রান্ত কেলেংকারি যশোর শিক্ষা বোর্ডে এই প্রথম।